আজকাল মিস ইন্ডিয়া, মিস ইউনিভার্স, মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা যখন হয় তখন সরাসরি সম্প্রচার দেখেন জনগন আগ্রহ নিয়ে। ভারতেও তা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফ্যাশন রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন যারা করেন তাঁদের রূপ ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি নানারকম স্টাইল ট্রেন্ড বা পোশাক আশাক সম্বন্ধেও পড়াশুনা করতে বা ধারনা রাখতে হয়। নতুন স্টাইল, পরীক্ষামূলক নানা দিক নিয়ে সাম্প্রতিকতম খবরাখবর রাখতে হয়। আজকের ফ্যাশন দুনিয়া দুভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ হাই ফ্যাশন দ্বিতীয়তঃ রেডি টু ওয়্যার। একই সঙ্গে প্রতিবেদকদের জানতে হয় অ্যাকসেসরিজ এর ব্যবহার যেমন চশমা, গয়না, বেল্ট, ঘড়ি, টুপি প্রভৃতি সাজসজ্জার নানা অনুষঙ্গ। এমনকি লিপষ্টিক, লিপ গ্লস, ক্রিম, লোশন, পারফিউম, কসমেটিকস সবই এর অঙ্গ। এই অনুসঙ্গও এ জাতীয় প্রতিবেদনের অঙ্গ। সেই সঙ্গে চালু ফ্যাশন শপগুলির অন্তরালেও চোখ রাখেন প্রতিবেদকেরা। আজকাল জনগনের চাহিদা যেরকম বাড়ছে, শপিং এর প্রসার ঘটছে যেভাবে সেইভাবেই বিভিন্ন কাগজে ফ্যাশন প্রতিবেদনের চাহিদা বাড়ছে। এই বাজার ও প্রভাবের কথা মাথায় রেখেই কাগজ ফ্যাশন রিপোর্টারদের নিয়োগ করে। আজকাল অবশ্য এব্যাপারে প্রশিক্ষিত প্রতিবেদকরাও এসে পড়ছেন। কাজে তাঁরা পাচ্ছেন দারুন সাফল্য। এই ক্রেজ চলতেই থাকবে।

নিউজ ফটোগ্রাফ বা সংবাদ আলোকচিত্র

আলোকচিত্রের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল ফটোগ্রাফি। যার সঙ্গে আমরা সকলেই যথেষ্ট পরিচিত। এই ফটোগ্রাফি যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সংবাদের অর্থ ব্যক্ত করতে বা প্রামান্য দলিল হিসেবে সংবাদ চিত্র রূপে তখন তাকে বলা হয় নিউজ ফটোগ্রাফ বা সংবাদ আলোকচিত্র। আর যে আলোকচিত্রী এই ছবি তোলেন তাঁকে বলা হয় ফটো জার্নালিষ্ট বা চিত্র সাংবাদিক। এদের প্রেস ফটোগ্রাফারও বলা হয়। যে অভিধায় এদের ডাকা হোক না কেন এদের কাজ যেমন ঝুঁকির তেমনিই এদের দায়িত্বও কিন্তু অসীম। কারণ এদের গোয়েন্দার মত তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন, বিজ্ঞানীর মত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হতে হয়। কাজের দায়িত্ব এদের অত্যন্ত জটিল তবু অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে তাঁদের তা পালন করতে হয়। চিত্র সাংবাদিকদের মূল কাজ হল বিভিন্ন সংবাদ ঘটনার ছবি তোলা। কখনও স্বাধীনভাবে আবার কোন কোন সময় বিভিন্ন সংবাদ ঘটনার সাপোর্ট দেবার জন্য বা পিকটোরিয়াল এভিডেন্সের জন্যও ছবি তুলতে হয়। আবার কখনও তাঁরা কাজে বেরিয়ে নিজেদের সংবাদ ধারণা প্রয়োগ করে সংবাদ আলোকচিত্র সংগ্রহ করে তা নিজ দপ্তরে জমা দেন।

ফটোগ্রাফি আমলে গ্রিক শব্দ। যার অর্থ আলোকচিত্র। আলোর সাহায্যে কোন চিত্রকে ধরে রাখে ফটোগ্রাফী। বিজ্ঞান, কলা বা শিল্প এবং কারিগরী এই তিনের মিলিত রূপই হল আলোকচিত্র। এই তিন বিষয় আবার একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একটি নিউজ ফটো বা সংবাদ আলোকচিত্র হল একশো শব্দের সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। সংবাদের রূপ

বর্ণনার কাজে এর গুরুত্ব হয়তো আরো অপরিসীম। কেননা আলোকচিত্রের মাধ্যমেই সংবাদকে তুলে ধরা হয় ও সংবাদের তুলনায় ক্যামেরা অতি সহজেই মানুষকে পুরোপুরি বক্তব্যটা সহজবোধ্য করে দেয় একনিমেষে।

১৮৮০ সালের ৪ঠা মার্চ বিশ্বের প্রথম সংবাদ আলোকচিত্র প্রকাশিত হয় 'নিউইয়র্ক ডেইলি' পত্রিকায়। এর আগে সংবাদপত্রে আলোকচিত্রের পরিবর্তে চিত্রাঙ্কন ব্যবহার করা হত। যাঁরা সংবাদের জন্য আলোকচিত্র তোলেন তাঁরা 'ফটো প্রুভস দ্য রিপোর্ট' এই আপ্তবাক্যটিই মেনে চলেন। অনেক সময় খবরে কোন বক্তব্য থাকলেও আলোকচিত্রের মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করা হয়। ছবির গ্রহণযোগ্যতাও অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে ছবির ভূমিকা হল 'সাপোর্টিং ডক্যুমেন্ট' হিসেবে। রিপোর্টারদের মত কাগজের বা সংবাদ মাধ্যমের ফটোগ্রাফারও সাংবাদিক। তাই এদের চিত্র সাংবাদিক বলা হয়।

চিত্র সাংবাদিকরা তথ্যচিত্রও তুলে ধরতে পারেন। তবে সাংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্র দুটি কাজের মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য ও তারতম্য রয়েছে। যেমন চিত্রসাংবাদিকতা হল ইউনিক স্টাইল যা সংবাদের সেই বিশেষ ক্ষণ বা মুহূর্তকে ধরে রাখে। যা হবে নিখুঁতভাবে বাছাই করা এবং যত্নশীলভাবে সংগৃহীত। যা চিত্র সংবাদ হিসেবে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও গনমাধ্যমের সাহায্যে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে তথ্যচিত্র হল আলোকচিত্রের মাধ্যমে অন্তর্তদন্ত ও বিশ্লেষনমূলক বিষয়কে তথ্যের বিশাল উপস্থাপনা সহকারে ক্যামেরায় ধরে রাখা। অনেক সময় বিভিন্ন মুহূর্তকে, কালকে, কোন ঘটনাবহুল বিষয়কে বা কোন ব্যক্তির নানা সময়কে তথ্যচিত্র হিসেবে ক্যামেরাবন্দী রাখা যায়।

আজকের সাংবাদিকতার জগতে চিত্র সাংবাদিকতার অবদান অনস্বীকার্য। তেমনি এর বিচরনও তাই অবাধ। এমনকি আজকের ইলেকট্রনিক্স গনমাধ্যম তো চিত্র সাংবাদিকতার উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল। কাগজও আজ আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রাণ পায় এবং মূর্ত হয়ে ওঠে। আজকের সাংবাদিকতায় আলোকচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তা যেমন সংবাদের প্রয়োজনে তেমনিই তা বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনেও। যে কোন ঘটনার ক্ষেত্রে সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করে আলোকচিত্র। যেমন যুদ্ধ, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ছবিই তো আমাদের চোখকে বর্ণনার চেয়েও জীবন্ত হয়ে সার্থক করে তোলে। যদি ছবি না থাকত তাহলে আমরা কি জানতাম সুনামীর ভয়ংকর রূপ এবং বিভৎসতা ও ভয়াবহতা। আলোকচিত্রের মাধ্যমেই তো আমরা তা জেনেছি। এইসব পরিস্থিতির ছবি যখন কোন কাগজে প্রকাশিত হয় তখন তা হয় প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপক ও নির্ভরযোগ্য আঙ্গিক। বিভিন্ন দুর্নীতি নানা অবিচার ও জনমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এমন ঘটনাও একজন চিত্রসাংবাদিক ক্যামেরাবন্দী করে তা সবার জন্য নিয়ে আসেন। চিত্র সাংবাদিকদের কাজ যেমন শিল্প ও ধৈর্য্যের তেমনিই সাহস ও বিপদের। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আঘাত লাগলে চিত্র সাংবাদিকদের উপর তার কোপ এসে পড়ে। এমন নজির বহু রয়েছে। অথচ পেশার প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য এহেন ঝুঁকি তাঁদের

নিতেই হয়। ধরা যাক কোথাও মহিলা শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা বা নির্যাতন হচ্ছে, মহিলাদের নানা বেআইনী কাজে লাগানো হচ্ছে। গোপনে মধুচক্র চালানো হচ্ছে, শিশুশ্রমিকদের বেআইনীভাবে বিপদসঙ্কুল কাজে লাগানো হচ্ছে অথবা গভীর জঙ্গলে গোপনে উগ্রপন্থীদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বা জোর করে বুথ দখল করে মারা হচ্ছে ছাপ্পা ভোট এসব ক্ষেত্রে সংবাদ যতটা না প্রভাব ফেলে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে আলোকচিত্র। যা লোকের মনের ভেতর গেঁথে যায়। সংবাদের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রেও আলোকচিত্রের প্রভাব ও ভূমিকা অনন্য। কোন ভাবেই আজ একথা অস্বীকার করা যায় না।

এইসব কারণেই সংবাদ আলোকচিত্রী বা চিত্র সাংবাদিকদের জীবন ঝুঁকি বহুল। যুদ্ধক্ষেত্রের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করাই আজকাল কাগজের রেওয়াজ। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের আলোকচিত্র তুলতে গিয়ে কত চিত্র সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের যে জীবনান্ত হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রায় ৪০ জন চিত্র সাংবাদিক মারা গিয়েছেন। ভারতীয় ক্যামেরাম্যান লেখি কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্র বিপ্লব কভার করতে গিয়ে আর ফেরেননি। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধেও প্রান দিতে হয় দুই চিত্র সাংবাদিককে। আর মার খেতে হয় তো অহরহ। চিত্র সাংবাদিকদের প্রতি এই হ্যানস্থা ও রোষ প্রদর্শন হয় প্রায়ই। কিছু কিছু তার খবর হয় অন্য বহু ঘটনা অজানাই থেকে যায়। আপত্তিকর বিষয়ে ছবি তুললে বা কারও স্বার্থে আঘাত লাগলে তার ক্রোধ এসে পড়ে চিত্র সাংবাদিকের উপর। আধুনিক বিশ্বের জনপ্রিয় চিত্র সাংবাদিক উজিন স্মিথের একটি চোখ হারাতে হয়েছে। জাপানের একটি বৃহৎ কেমিক্যাল কর্পোরেশন দুই ভাড়াটে গুন্ডাকে তাঁর পিছনে লাগিয়েছিল। চিত্র সাংবাদিকতার এটাই হল ঝুঁকি ও বিপদসঙ্কুল দিক। যা কোনভাবেই উপেক্ষনীয় নয়। আমাদের দেশে বা এরাজ্যেও বিভিন্ন ঘটনায় চিত্র সাংবাদিকদের উপর বার বার আক্রমন নেমে এসেছে। অনেকেই বিভিন্ন ঘটনায় আহত হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন সম্মিলিত ক্রোধ ও আক্রমণের শিক্ষার। রাজনৈতিক দলগুলির হাতে চিত্র সাংবাদিকদের হ্যানস্থা হতে হয় প্রায়ই ছবি তুলতে গেলে। এছাড়া ভি আই পি আসা যাওয়ার সময়, নির্বাচনের সময়, বনধ বা হরতালের সময় অথবা সরকারি নানা অব্যবস্থার ছবি তুলতে গেলে আকছাড় এমন আক্রমণের ঘটনা ঘটে। মূলতঃ পেশাগত কাজের জন্যই তাঁদের এই ঝুকি নিতে হয়। সব দেশের চিত্রসাংবাদিকরাই প্রতিমুহূর্তে প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সংবাদ চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব অসীম বলেই যুদ্ধ, দাসপ্রথা, ঐতিহাসিক ঘটনা, ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের হৃদয় বিদারক বহু ঘটনা চিত্রসাংবাদিকরা নানাসময় তাঁদের চিত্রে তুলে ধরেছেন। চিত্র সাংবাদিকদের কাজের দায়িত্ব যুদ্ধরত সৈনিকদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাঁদের অনেকের সাহস ও কর্মক্ষমতাও প্রভূত প্রশংসার যোগ্য। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা সবরকম বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করেই তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন।

আজকাল কোন একটি বিষয়ে দ্রুত ধারণা গড়ে তুলতে ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র হল

একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম। সংবাদচিত্র একটি সম্পূর্ণ নিবন্ধ নয় কিন্তু ঘটনার বিশেষ মুহূর্তকে ফটো ধরে রাখে। তাই চিত্রসাংবাদিকতা শুধু ছবি ছাপানো নয়, ছবির পরিবেশন নয়, ছবির অন্তর্নিহিত ভাবকে তুলে ধরা অর্থাৎ ছবির সঙ্গে শব্দকে মিলিয়ে চিত্র সাংবাদিকতা। অর্থাৎ ছবিটি কোথায় তোলা হয়েছে। কিসের ছবি তা লিখে দিতে হয়। কারো কারো কাছে ফটো হল পিকটোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন আবার অন্যের কাছে তা শৈল্পিক নিদর্শনমাত্র, কিন্তু একজন সাংবাদিকের কাছে ছবি হল সংবাদ পরিবেশনের, সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করার এক অদ্বিতীয় মাধ্যম। কখনও কখনও বহু শব্দ ব্যয়ে লেখার চেয়ে একটি মাত্র ছবিই সংবাদ পৌঁছে দিতে অনেকবেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। ছবি হল বিশ্বজনীন ভাষা। তা একাধারে ঘটনার সাক্ষী বা ঐতিহাসিক দলিল অন্যদিকে দক্ষতার ও মুন্সীয়ানার ছাপ যা চরম পেশাদারী ঘটনার সাক্ষী। চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ছবি বা আলোকচিত্র কেবলমাত্র সংবাদ জ্ঞাপক বা সংবাদ ব্যাখ্যাকারী হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না। তা উৎসাহদানকারী এবং মনোরঞ্জনকারী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ক্যামেরার মাধ্যমে একজন চিত্র সাংবাদিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও তথ্যপ্রমান করেন তাই ক্যামেরা, লেন্স, অ্যাপারেচার, আলো প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবহার ও দক্ষতা একান্ত দরকার। কারণ চিত্র সংবাদের অর্থ হল পাঠককে কোন ঘটনার সঙ্গে তার ভাবনাকে একই খাতে বইয়ে দেওয়া। সংবাদচিত্র বর্তমানে শুধুমাত্র ঘটনার সাক্ষী নয় বরং ঘটনার পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তা তুলে ধরে তার গাম্ভীর্য। এছাড়া উপস্থিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তুলে ধরা এবং সংবাদের গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার দৃষ্টিগ্রাহ্য মূল্য তুলে ধরার জন্যও চিত্র সংবাদ ব্যবহৃত হয়।

সংবাদ চিত্রকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) স্ট্রেইট নিউজ ফটো (২) ইন্সিডেন্টাল ফটোগ্রাফ বা ঘটনা ও তার পরবর্তী ঘটনার চিত্র (৩) ফটো ফিচার বা চিত্র নিবন্ধ (৪) ফটো এসে বা রচনাধর্মী ফটোগ্রাফ যা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়। আজকাল নিউজ কভারেজের ক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাকশন ফটোগ্রাফিরই কদর বেশি। যা বিভিন্ন ঘটনাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার আস্বাদ দেয়। সংবাদচিত্র এক ঝলকেই সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ব্যক্ত করে। ভাষা যে ঘটনার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না একটি সংবাদ আলোকচিত্র তা পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করে। ভাষা যা অমূর্তভাবে প্রকাশিত করে চিত্র তার মূর্তরূপ দেয় ও সম্পূর্ণ করে। কোন ঘটনার ক্রান্তিমুহূর্তে চোখের সামনে পরিস্কারভাবে তুলে ধরে যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সংবাদপত্রে সংবাদচিত্র নানা ধরনের ভূমিকা পালন করে। ফটো বা আলোকচিত্র কোন প্রতিবেদনের ছেড়ে দেওয়া তথ্যকে পূর্ণতা দিতে পারে। এছাড়াও আলোকচিত্র প্রতিবেদনে নানা অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশ করতে পারে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা, অলংকরন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রেও সংবাদ চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। ধূসর অক্ষরে সাজানো লাইনের পর লাইন। স্তম্ভের পর স্তম্ভ পাঠের ফলে পাঠকের চোখে পীড়া উৎপন্ন হয়। একটানা কম্পোজ করা ম্যাটার সংবাদপত্রে একঘেয়েমি আনে, অনেকটা যেন মরুভূমির মতন সেক্ষেত্রে সংবাদচিত্র মরুদ্যানের মত বৈচিত্র্য আনে,

পাঠকদের রিলিফ দেয় এবং একই সঙ্গে খুশি করে। ছবি ভালো হলে পাতার সাজসজ্জাও খোলতাই হয়। আগেকার দিনে চিত্র সংবাদের ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ কৃত্রিম পোজকে ধরে রাখা হত। কিন্তু বর্তমানে চিত্রসাংবাদিকতায় 'ক্যানডিট ফটো' ব্যবহার করা হয়। যাতে ঘটনার প্রাকৃতিক চিত্র ধরা পড়ে। ইদানীংকালে ফটোগ্রাফাররা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ক্যামেরা ব্যবহার করেন। তারা প্রমাণ করেছেন ক্যামেরা শুধুমাত্র ঘটনা নথিভুক্ত করার জন্য নয় সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবেও এর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে খবরকে কার্যকরী করার জন্য চিত্র অস্ত্রের ভূমিকা পালন করতে পারে।

একটি ভালো ছবির অনেক গুণ। তা যেমন একাধারে ঘটনাকে বিবৃত করে তেমনিই তা অনেক রকম ভাবরূপ প্রকাশ করতে পারে। পরিবেশকে তা সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেয় বা জানিয়ে দেয় যা দেখলে মানুষের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যা দেখলে মানুষ হাসে, সহমর্মী হয়, রাগ করে, দুঃখ পায়, বিস্মিতও হয় অর্থাৎ কোন না কোন প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয় মানুষের মনে। ছবি ভালো হলে তার প্রতিক্রিয়াই অন্যরকম। কেননা ছবি দেখেই আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি বহু বড় বড় ঘটনার। যেমন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস, গুজরাটের ভূজে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা, ওড়িশার ভয়ংকর ও বিধ্বংসী ঘুর্ণি ঝড়ের ছবি, গোধরা হত্যাকান্ড ও গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গার ঘটনা। ছবিই আমাদের জানিয়েছে সুনামীর ভয়াবহতা কত হৃদয় বিদায়ক। আবার মুম্বাইয়ের ট্রেনে বিস্ফোরণের ছবিই আমাদের দেখিয়েছে ঘটনার কি দুঃসহ যন্ত্রনা। ছবিতেই মূর্ত হয় সাফল্যের হাসি, হারানোর কান্না, গর্বের দীপ্তি, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি নানা মুহূর্ত। দীর্ঘদিন পরে ফের জেগে ওঠা ব্যারন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আমরা দেখেছি ছবি থেকেই। চিত্র সাংবাদিকরা তা তুলে নিয়ে দেখিয়েছেন সারা দেশের মানুষকে। সব ছবিরই আলাদা আলাদা আবেদন রয়েছে। তাই ছবির প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য। ছবির কলাকৌশলও আজ উন্নত হয়েছে। সাধারন ক্যামেরার পাশাপাশিই এসে গেছে ডিজিটাল, ভিডিও ফটোগ্রাফি। ক্যামেরা এসে পড়েছে মোবাইল ফোনেও। ছবি পাঠানোও আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দৌলতে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গেই উন্নত হয়েছে চিত্র সাংবাদিকদের ছবি তোলার কৌশলও। তাই আজকাল সব বড় খবরই আমরা পাই ছবি সহ। লেখা ও ছবিতে যা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ। সমৃদ্ধ হয় এর ফলে সাংবাদিকতার অঙ্গন।

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে আমরা সকলেই বেশ ভালো রকম পরিচিত। কার্টুন হল সংবাদপত্রের একটানা ও নিরবচ্ছিন্ন সংবাদের মাঝে এক টুকরো রসের ফল্গুধারা এবং ওয়েসিস বা মরুদ্যান। সংবাদ যেমন আমাদের চিন্তাগ্রস্থ করে, সিরিয়াস ভাবনার খোরাক জোগায় কার্টুন তেমনি হাসি ছড়িয়ে হাল্কা হাস্যসুখ এনে দেয়। অনেক সময় চিন্তারও